চুয়াডাঙ্গা জেলায় একইসঙ্গে ৪ থানার ওসিকে রদবদল ৭ টি পদে বদলী

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশের ৭ টি পদে বদলি ও পদায়নের মাধ্যমে রদবদল করা হয়েছে। জেলার ৫টি থানার মধ্যে ৪ টি থানা আলমডাঙ্গা, জীবননগর, দর্শনা, দামুড়হুদা ও বিশেষ শাখার ওসিকে বদলি ও সংযুক্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে ৪ থানার ওসি ও বিশেষ শাখার ওসিসহ ৭ কর্মকর্তা রদবদল হওয়ায় সকেলই আগে থেকে এই জেলায় কর্মরত আছেন।

বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ বদলি ও সংযুক্ত করা হয়েছে।

অফিস আদেশে, চুয়াডাঙ্গা অপরাধ শাখার পুলিশ পরিদর্শক বিপ্লব কুমার নাথ আলমডাঙ্গা থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। জীবনগর থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা লাইন ওআর মো. নাসির উদ্দিন মৃধা। দামুড়হুদা থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদকে বদলি করে দর্শনা থানায় পাঠানো হয়েছে। জীবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেককে সদর সার্কেল অফিসে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলামকে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ লুৎফুল কবীরকে জেলা বিশেষ শাখায় পাঠানো হয়েছে। সদর সার্কেল অফিস থেকে বিপ্লব কুমার সাহাকে সরিয়ে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক সদর কোর্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ১৩ মার্চ চুয়াডাঙ্গা অপরাধ শাখার পুলিশ পরিদর্শক বিপ্লব কুমার নাথকে সদর কোর্টে বদিল আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, এটি নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ। বদলির সময়পূর্ণ হওয়ায় একইসঙ্গে জেলার ৫ থানায় এমন রদবদলের ঘটনা।

বামন্দীতে গাঁজাসহ আটক ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী পশুহাট এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে।

আটককৃতরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাঙবাড়িয়া গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে আসলাম উদ্দিন (৪৫) এবং একই গ্রামের রিয়াজুদ্দিনের ছেলে আরশেদ আলী (২৮)।

গাংনী থানাধীন বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই ইসরাফিল হোসেন জানান, গোপন সংবাদ ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বামন্দী পশুহাট এবং নওদা ছাতিয়ানের মাঝামাঝি এলাকা থেকে দুজনকে ১৫০ গ্রাম গাঁজা সহ আমরা আটক করি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে তাদের আদালতে পাঠানো হবে।

জীবননগরে ৩ প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

জীবননগর পৌর শহরে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে ৩ টি প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রোকনুজ্জামান এ অভিযান পরিচালনা করে।

ভ্রাম্যমান আদালত সুত্রে জানা গেছে, জীবননগর পৌর শহরের বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মাহে রমজান মাসে নিন্মমানের খাবার মুড়ি ও গাছড়া ঔষধ বিক্রয় করছে যার মেয়াদকাল ও উৎপাদনকাল কিছুই নাই এমন অভিযোগের ভিক্তিত্বে জীবননগর পৌর শহরের কাচা বাজারে অভিযান

চালিয়ে নুর ভ্যারাইটি স্টোরের মালিক হুসাইনকে ৫ হাজার টাকা, তাজুল স্টোরের মালিক নাজমুল হককে ১ হাজার টাকা এবং ইনসাফ ট্রের্ডাসকে ২ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করে।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রোকনুজ্জামান বলেন, পবিত্র মাহে রমজান মাসে কোন ব্যবসায়ী যাতে ক্রেতাদের সাথে প্রতারনা করতে না পারে সে জন্য প্রশাসনিক ভাবে সার্বক্ষনিক বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রতিটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সর্তক করা হয়েছে তারপর যদি কেউ আইন অমান্য করে ক্রেতাদের সাথে প্রতারনা করে তা হলে অভিযোগ পেলে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কালে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্েরর স্যানেটারী ইন্সপেক্টর মোঃ আনিছুর রহমান।

কার্পাসডাঙ্গা বাজারে তিন ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাষনের পক্ষ থেকে কার্পাসডাঙ্গা বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তিন ব্যবসায়ীকে ১ হাজার চারশ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (ইউএনও) রোকসানা মিতা মনিটরিং করার সময় এ জরিমানা আদায় করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মূল্য তালিকা দোকানে না টাঙ্গানোর অপরাধে সৈনিক স্টোরের মালিক আ: কাদের উকিলকে ভোক্তা সংরক্ষন আইন ৩৮ ধারা মোতাবেক ১হাজার টাকা অপরিচ্ছন্ন জায়গায় মুরগী বিক্রি করার অপরাধে ৫৩ধারায় জাহাঙ্গীর আলমকে ২শ টাকা ও একই

ধারায় মিষ্টি বিক্রেতা আ: ছালামকে ২শ টাকা সহ সর্বমোট ১ হাজার চারশটাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোকসানা মিতা কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক মুদি ও কাচামাল ব্যবসায়ীদের মূল্যতালিকা ছাড়া কোনো মালামাল বিক্রি ও রশিদ ছাড়া কোনো মালামাল কেনা যাবে না বলে সতর্ক করেন।

এছাড়াও তিনি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন অধিক লাভের আশায় কোন মালের কৃত্তিম সংকট সৃষ্টি করা যাবেনা। আমাদের চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে। তিনি সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বাজার মনিটারিং করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর রাসেল সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান কচি এবং বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক’রা। অভিযানে সহযোগিতা করে দামুড়হুদা মডেল থানা-পুলিশের একটি দল।

গাংনীতে ফুটপাত থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই ইজারাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

গাংনীতে ফুটপাত থেকে প্রতিদিন ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই ইজারাদার আব্দুস সামাদ ও মো. বাবুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

আজ বুধবার গাংনী আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়াত উল্লাহ এ আদেশ আদেশ দেন। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলে, বিজ্ঞ বিচারক প্রতিবেদনে তাদের চাঁদাবাজির সত্যতা পেয়ে এ আদেশ দেন।

আদালতের নির্দেশে ফুটপাতের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছে তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আ: রাজ্জাক। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ, গাংনী পৌরসভার মেয়র এবং গাংনী থানা পুলিশ গাংনী পৌরসভাধীন বিভিন্ন সড়কের ফুটপাতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদপূর্বক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছেন।

প্রতিবেদনে ইজারাদার মো: আ: সামাদ ও মো: বাবু এর বিরুদ্ধে ফুটপাতের দোকান থেকে চাঁদা আদায়ের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে বলেও উল্লেখ করা হয়। আদালত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দুই ইজারাদারের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অপরাধ আমলে নিয়ে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন।

উল্লেখ্য, এর আগে গাংনীর ফুটপাত হকারদের দখলে উল্লেখ করে স্থানীয় একটি পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ফুটপাতের হকারদের নিকট থেকে কতিপয় ব্যক্তি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা চাঁদা হিসেবে আদায় করা হয় বলেও সংবাদে উল্লেখ করা হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি গাংনী আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়াত উল্লার নজরে এলে তিনি স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ফুটপাত দখলমুক্ত করার আদেশ জারি করেন।

আদেশে গাংনী পৌরসভার মেয়রকে ফুটপাত দখলমুক্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। উচ্ছেদ কাজে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং থানার অফিসার ইনচার্জকে সহযোগিতার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। একই সাথে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জকে উচ্ছেদের পরে পুনরায় ফুটপাত দখলকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। আজ প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য দিন ধার্য ছিল।

তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক প্রতিবেদন দাখিল করেন। শুধু হাট বারের দুই দিন ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে টাকা তোলার অনুমোদন থাকলেও ইজারাদাররা প্রতিদিন ফুটপাতের এক একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৪০ থেকে ৫০ টাকা করে চাঁদা আদায় করতেন বলে উল্লেখ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে আজ দুইজন ইজারাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

মেহেরপুরে মের্সাস আলেয়া স্টোরে ভোক্তা অধিদপ্তরের জরিমানা

মেহেরপুর কোর্ট রোড এলাকায় মের্সাস আলেয়া স্টোরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বুধবার সকালে মের্সাস আলেয়া স্টোরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ কোর্ট রোড এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে।

ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন দ্রব্য এক্সপায়ারি সহ অনুমোদনহীন স্যালাইন ও অতিরিক্ত দামে বিক্রয়ের অভিযোগে ভোক্তা অধিকার আইনের ৪৫ ও ৫১ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এসময় অভিযান পরিচালনায় সহোযোগিতা করে সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম ও র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্পের একটি দল।

পেঁয়াজ কেনাবেঁচা নিয়ে বিরোধ, আদালতে ধর্ষণ চেষ্টার মামলা

মুজিবনগর উপজেলার শিবপুরে গত ৪ মার্চ দুপুরের দিকে গ্রামের সাইফুল ইসলাম ওরফে কালুর সাথে তার এক ভাইয়ের শিবপুর টেংরামারী বাইপাস সড়কের পাশে কৃষি জমিতে পেঁয়াজ কেনা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। কথা কাটাকাটির সূত্র ধরে উভয়পক্ষের মধ্যেই এক ধরনের হাতাহাতি হয় উভয়পক্ষেই কম বেশি শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

কৃষি জমিতে সেই হাতাহাতি স্থানীয় ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে সাময়িক মীমাংসা হয়। মীমাংসা কারীদের মধ্যে ছিলেন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম। এবং উভয় পক্ষকে তিনি ডেকে বলেন যে, ছোটখাটো বিষয়ে থানায় অভিযোগে না করে স্থানীয় ভাবে মীমাংসা করলে ভালো হয় কিন্তু সন্ধ্যা না হতেই দুই পক্ষই থানার দ্বারস্থ হয় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ নিয়ে।

মুজিবনগর থানায় পরদিন উভয়পক্ষ অভিযোগ করেন একে অপরের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু ৭ মার্চ সাইফুল ইসলাম কালুর মা রুহুলা খাতুন (৪০) বাদী হয়ে মেহেরপুর আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণ চেষ্টার একটি মামলা দায়ের করেন। এবং এজাহারে থানার কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে মুজিবনগর থানা তাদের মামলা গ্রহণ না করে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

তবে এ বিষয়ে রুহুলা খাতুনের অভিযোগের পক্ষের সাক্ষীগনের কথার মধ্যেও গোঁজামিল পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বলেন, তাদের মাঠের হাতাহাতির বিষয়টি তিনি জানেন এবং আপোসের চেষ্টাও করেন কিন্তু ধর্ষণ চেষ্টা বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মনে করেন।

স্থানীয় অন্য আরেকজন অবসর প্রাপ্ত সেনা সদস্য হাবিবুর রহমান বলেন, এটি ব্যক্তিগত আক্রোশেরই প্রতিফলন।

ওয়ার্ড কৃষক লীগের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমরা সচরাচর রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত রুহুলা খাতুনের বাড়ির পাশের আলমগীরের চায়ের দোকানে আড্ডা দিই। কিন্তু এই ধরনের কোন ঘটনা আমরা শুনিনি ও জানিনা।

তবে অভিযুক্ত জিনারুল গাজী নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, ষড়যন্ত্র করে মামলা করা হয়েছে। তবে আদালত ও পিবিআই এর প্রতি আস্থা আছে আমার। তাই আমি বিশ্বাস করি নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হব।

আন্তঃজেলা গরু চোরচক্রের মূল হোতা রনি, আরো দুটি চোরাই গরু উদ্ধার

দামুড়হুদার উজিরপুর থেকে আরও দুটি চোরাই গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার দিনগত রাতে দামুড়হুদা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে উজিরপুর শখেরপাড়ার মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে আবদুল আলিমের বসতবাড়ির গোয়ালঘর থেকে লাল রঙের দুটি এড়ে গরু উদ্ধার করা হয়।

গরু চোরচক্রের মূলহোতা রনির দেওয়া তথ্য মতে অভিযান চালিয়ে গরু দুটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় উদ্ধারকৃত গাভীর মালিক হোগলডাঙ্গার শাহাবুদ্দিন বাদী হয়ে রনিকে আসামী করে গতকাল সোমবার রাতে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। এ দিকে

উজিরপুর শখেরপাড়ার রিহান আলীর ছেলে গোলাম মুরশিদ জানান, কিছুদিন আগে আমার গোয়ালঘর থেকে একটি পাকিস্তানি এড়ে গরু চুরি হয়ে যায়। এ ছাড়া একই পাড়ার মৃত মোক্তার আলীর ছেলে ইনছান আলীর গোয়ালঘর থেকেও একটি এড়ে গরু চুরি হয়ে যায়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, আটক রনিকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাকে জেলহাজতে পাঠিয়েছেন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক।
এদিকে স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে অনেকে জানান, এলাকায় এক বছরে অনেক গরু ও ছাগল চুরি হলেও পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি। তারা আরও জানান, চোরচক্রের নেপথ্যের গডফাদার কারা? তাদের চিহিৃত করে আইনের আওতায় আনা এখন সময়ের দাবী। এছাড়া আটক রনিকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে বলেও মন্তব্য করেন তারা।

এলাকাবাসীর ধারণা পুলিশ ততপর হলে এলাকায় চুরি হওয়া গরু উদ্ধারসহ চোর সনাক্ত করা সম্ভব হবে।খেটে খাওয়া মানুষের এক মাত্র সঞ্চয় একটি গরু আর সেই গরু চুরি হলে কৃষকের সব স্বপ্ন মাটির সাথে মিশে যায়।তাই এলাকার চোরগুলি আটক করে আদালতে সৌর্পদ করবে পুলিশ এমনটিই চাওয়া স্বপ্নহারা কৃষকের।

উল্লেখ্য, আন্তঃজেলা গরু চোরচক্রের মূলহোতা পুড়াপাড়া গ্রামের

শাহাবুদ্দিনের ছেলে রনির বসতবাড়ির গোয়ালঘর থেকে গত সোমবার বিকেলে দুইটি চোরাই গরু উদ্ধার করে পুলিশ। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ উজিরপুর শখেরপাড়ার মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে এলাকার চিহিৃত গরুচোর আলিমের বসতবাড়ির গোয়ালঘর থেকে আরও দুটি চোরাই গরু উদ্ধার করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ ১৭ নেতাকর্মী কারাগারে

নাশকতা মামলায় দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ১৭ নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা দায়রা জজ আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করলে বিচারক মো. জিয়া হায়দার জামিন না মঞ্জুর করে তাদেরকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আটকরা হলেন-দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইদ্রিস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দীন, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সদস্য রফিকুল ইসলাম, সুমন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস ও চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মোর্কারম হোসেন।

উল্লেখ্য, গত ৯ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত ১০ টার দিকে দামুড়হুদা পাইলট হাইস্কুল মাঠে বিএনপির ৫০-৬০ জন নেতাকর্মী সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড করার লক্ষ্যে গোপন বৈঠক করছে, এমন সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে পুলিশের

একটি বিশেষ টিম ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়েকজন পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিএনপির ৫ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেন। তাদের কাছ থেকে ৭ টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও ১৫ টি বাঁশের লাঠি উদ্ধার হয় বলে পুলিশ দাবি করেন। এ ঘটনায় এসআই সোয়াদ বিন মোবারক বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২০/২৫ জনের নামে মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই তাপস কুমার জানান, এজাহার নামীয় ২২ জন আসামির মধ্যে ১৭ জন হাইকোর্ট থেকে ৬ সপ্তাহের জামিনে ছিলেন। মঙ্গলবার জামিনের মেয়াদ শেষে নিম্ন আদালতে জামিনের জন্য হাজির হলে তাদেরকে জেলহাজতে পাঠান বিচারক মো.জিয়া হায়দার। এ ছাড়া এজাহার নামীয় অপর ৫ জন আসামি জামিনে আছেন।

দর্শনায় বিদেশী সিগারেটসহ গ্রেফতার ১

দর্শনায় চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে অবৈধ চোরাই পথে আসা বিদেশী সিগারেট সহ নয়ন (২০) নামের এক চোরাকারবারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার বিকাল ৪ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এসআই তারিফুজ্জামান, এএসআই ফিরোজ হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নে।

এসময় ইউনিয়নের গড়াইটুপি মেলার মাঠ সংলগ্ন সুরুজ মিয়ার বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর একটি ইজিবাইকে চ্যালেঞ্জ করে পুলিশ। পরে ইজিবাইকে থাকা অবৈধ বিদেশী ১৩ শ ৯০ প্যাকেট মালবরো সিকারেট সহ নয়ন (২০) নামের এক চোরাকারবারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সেই সাথে চোরাচালান কাজে ব্যাবহৃত ব্যাটারী চালিত একটি ইজিবাইক আটক করে। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের লিয়াকত আলীর ছেলে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবীর বলেন, আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি ভারত থেকে অবৈধ পথে মালবোরো সিগারেট পাচার হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে থানার অফিসার ও ফোর্স অভিযান চালায় দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি মেলার মাঠ সংলগ্ন সড়কে।

এসময় সেখান হতে অবৈধ পথে দেশে আসা সিগারেট ও একটি ইজিবাইক সহ চোরাকারবরীকর আটক করি।সিগারেটগুলো সুইজারল্যান্ড কোম্পানীর। গতকালই তাকে দর্শনা থানায় মামলাসহ তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।